কমবেশি ৬০ শব্দের মধ্যে উত্তর লেখো :

প্রশ্ন ৩.১ *'কথাটা শুনে তপনের চোখ মার্বেল হয়ে গেল।'*—কোন্ কথা শুনে কেন তপনের চোখ মার্বেল হয়ে গেল? ৩

উত্তর তপন এতদিন ভেবে এসেছে লেখকরা বুঝি অন্য জগতের মানুষ। সাধারণ মানুষদের সঙ্গে তাদের কোনো মিলই নেই। তাই যখন সে শুনল যে তার ছোটোমেসোমশাই বই লেখেন, আর সেই বই ছাপাও হয় তখন তার বিস্ময়ের সীমা রইল না। নতুন মেসোমশাই একজন সত্যিকারের লেখক। এই আশ্চর্য খবরটা শুনেই তপনের চোখ মার্বেলের মতো গোল গোল হয়ে গেল।

প্রশ্ন ৩.২ *'সে সব বই নাকি ছাপাও হয়।'*—উক্তিটিতে যে বিস্ময় প্রকাশিত হয়েছে, তা পরিস্ফুট করো। ৩

উত্তর আশাপূর্ণা দেবী রচিত 'জ্ঞানচক্ষু' গল্পে তপন নামের বালকটি তার ছোটোমাসির সদ্যবিবাহিত স্বামী অর্থাৎ তার মেসো যে একজন লেখক, এ কথা জেনে বিস্ময়ে হতবাক হয়ে যায়। লেখকেরা যে সাধারণ মানুষ এবং তার মেসোমশাই একজন লেখক, যাঁর বই ছাপা হয়—এ তথ্য তার কাছে অবিশ্বাস্য মনে হয়েছিল। আলোচ্য উদ্ধৃতাংশে বালক তপনের মনের সেই বিস্ময় প্রকাশ পেয়েছে।

প্রশ্ন ৩.৩ *'এ বিষয়ে সন্দেহ ছিল তপনের।'*— তপনের কোন্ বিষয়ে কেন সন্দেহ ছিল? ৩

উত্তর আশাপূর্ণা দেবী রচিত 'জ্ঞানচক্ষু' গল্পের তপন লেখকদেরকে এক অন্য জগতের বাসিন্দা বলে মনে করত। তাঁরাও যে আর-পাঁচজন সাধারণ মানুষের মতোই রোজকার জীবনযাপন করেন, তা ছিল তপনের কল্পনার বাইরে। সে আগে কোনোদিন কোনো লেখক কাছ থেকে দেখেনি। এমনকি লেখকদের যে দেখা পাওয়া যায় এ কথাও তার জানা ছিল না। তাই লেখকরা যে তার বাবা, কাকা, মামাদের মতোই সাধারণ মানুষ এ ব্যাপারে তার সন্দেহ ছিল।

প্রশ্ন ৩.৪ *'একেবারে নিছক মানুষ।'*—এ কথার প্রমাণ কী ছিল? ৩

উত্তর নতুন মেসোমশাইয়ের লেখক পরিচয়ে আপ্লুত তপন লক্ষ করে যে, লেখক হলেও তিনি সাধারণের মতোই দাড়ি কামান, খেতে বসে খেতে পারবেন না বলে অর্ধেক তুলে দেন, স্নান করেন, ঘুমোন, খবরের কাগজের খবর নিয়ে গল্প ও তর্ক করেন, সিনেমা দেখেন ও বেড়াতে বেরোন। একেবারে সাধারণ মানুষের এই সমস্ত আটপৌরে ব্যাপার মেসোমশাইয়ের মধ্যে দেখে তপন প্রশ্নোদ্ধৃত মন্তব্যটি করেছিল।

প্রশ্ন ৩.৫ *'নতুন মেসোকে দেখে জ্ঞানচক্ষু খুলে গেল তপনের।'*—'জ্ঞানচক্ষু' বলতে কী বোঝ? তা কীভাবে তপনের খুলে গিয়েছিল? ১ + ২ = ৩

উত্তর আশাপূর্ণা দেবীর 'জ্ঞানচক্ষু' গল্পে জ্ঞানচক্ষু বলতে মানুষের অন্তর্দৃষ্টিকে বোঝানো হয়েছে, যার সাহায্যে মানুষ প্রকৃত সত্যকে যাচাই করে নিতে পারে।

❑ একজন লেখক সম্পর্কে তপনের মনে যে ধারণা ছিল তা নতুন মেসোর সংস্পর্শে এসে ভেঙে যায়। লেখকরা যে তার বাবা, মামা ও কাকাদের মতোই সাধারণ জীবনযাপন করে সেটা সে প্রত্যক্ষ করে। তাদের মতোই দাড়ি কামান, সিগারেট খান, খেতে বসে খাবার তুলে দেন, পলিটিকাল তর্কও করেন—এসব দেখেই তপনের জ্ঞানচক্ষু খুলে যায়। ও ভাবে লেখকরা আকাশ থেকে পড়া কোনো জীব নয়, নিছক মানুষ।

প্রশ্ন ৩.৬ *'রত্নের মূল্য জহুরির কাছেই।'*—কথাটির তাৎপর্য ব্যাখ্যা করো। ৩

উত্তর উদ্ধৃতিটি আশাপূর্ণা দেবীর 'জ্ঞানচক্ষু' গল্প থেকে গৃহীত। 'জহর' অর্থাৎ মূল্যবান রত্ন-বিশেষজ্ঞকে জহুরি বলা হয়। এক্ষেত্রে জহুরি বলতে নতুন মেসোকে বোঝানো হয়েছে। লেখক মেসোকে দেখে অনুপ্রাণিত হয়ে তপন একটা আস্ত গল্প লিখে মাসিকে দেখায়। মাসি তা নিয়ে সারা বাড়িতে শোরগোল বাধিয়ে মেসোকে দেখাতে যান। তপন ব্যাপারটায় আপত্তি তুললেও মনে মনে পুলকিত হয় এই ভেবে যে তার লেখার মূল্য একমাত্র কেউ যদি বোঝে তবে ছোটোমেসোই বুঝবে, কেননা জহুরির জহর চেনার মতো একজন লেখকই পারে কোনো লেখার মূল্যায়ন করতে।

প্রশ্ন ৩.৭ *'তপন অবশ্য মাসির এই হইচইতে মনে মনে পুলকিত হয়।'*—মাসি কেন হইচই করেছিলেন? ৩

উত্তর গরমের ছুটিতে মামার বাড়িতে এসে নতুন মেসোকে

দেখে তপনের মনে লেখক সম্পর্কে যেসব ধারণা ছিল তা ভেঙে যায়। জলজ্যান্ত লেখকের সঙ্গে কাটিয়ে তপন অনুপ্রাণিত হয়ে একটা আস্ত গল্প লিখে ফেলে। আর তা মাসির হাতে পড়ায় মাসি হইচই শুরু করে দেয় এবং তা নিয়ে তার লেখক স্বামীর কাছে যায়। এতে লাজুক তপন অপ্রস্তুত হলেও মনে মনে পুলকিত হয় কারণ তার লেখার প্রকৃত মূল্য কেউ বুঝলে তা নতুন মেসোই বুঝবে।

প্রশ্ন ৩.৮ *'মেসোর উপযুক্ত কাজ হবে সেটা।'*—কোন্ কাজকে মেসোর উপযুক্ত কাজ বলা হয়েছে? ৩

উত্তর লেখকরা যে সাধারণ মানুষ এ ব্যাপারে নতুন মেসোকে দেখে তপনের জ্ঞানচক্ষু খুলে গেল। তপন নতুন মেসোকে অহরহ কাজ থেকে দেখে অনুপ্রাণিত হয়ে একটা আস্ত গল্প লিখে তার প্রিয় ছোটোমাসিকে দেখায়। গল্পটি নিয়ে ছোটোমাসি রীতিমতো হইচই ফেলে দেয়। শুধু তাই নয় তিনি গল্পটি তার লেখক স্বামীকেও দেখান। গল্প দেখে তিনি সামান্য কারেকশন করে দিলে সেটা যে ছাপা যেতে পারে এ কথা বলেন। আর এ কথা শুনেই মাসি সেটা ছাপিয়ে দেবার অনুরোধ জানান, যেটা কিনা মেসোর উপযুক্ত কাজ হবে।

প্রশ্ন ৩.৯ *'তোমার গল্প আমি ছাপিয়ে দেব'।*— এখানে বক্তা কে? উদ্ধৃতির মধ্যে দিয়ে বক্তার কোন্ মানসিকতার পরিচয় পাওয়া যায়? ১ + ২ = ৩

উত্তর আলোচ্য উদ্ধৃতির বক্তা তপনের ছোটোমেসো।

❑ তপনের লেখা পড়ে তার লেখক-ছোটোমেসো তাকে উৎসাহ দেন। তিনি এ কথাও বলেন যে, লেখাটা একটু কারেকশান করে দিলে ছাপানোও যায়। তাঁর সঙ্গে 'সন্ধ্যাতারা' পত্রিকার সম্পাদকের জানাশোনা আছে। মেসো অনুরোধ করলে তিনি না করতে পারবেন না। আপাতদৃষ্টিতে এটি তাঁর উদারতার পরিচয় বলেই মনে হয়। কিন্তু একটু গভীরে বিচার করলে বোঝা যায়, শ্বশুরবাড়ির লোকেদের কাছে নিজের প্রভাব জাহির করার জন্যই তিনি এ কাজ করেছিলেন।

প্রশ্ন ৩.১০ *'বিকেলে চায়ের টেবিলে ওঠে কথাটা।'*— কোন্ কথা উঠেছিল? ৩

উত্তর 'জ্ঞানচক্ষু' গল্পে তপন লেখক-মেসোকে দেখে অনুপ্রাণিত হয়ে একটি গল্প লেখে তার স্কুলে ভরতি হওয়ার দিনের অভিজ্ঞতা নিয়ে। তা ছোটোমাসির হাতে পড়ে এবং মাসি তা নিয়ে বেশ হইচই করে তাঁর লেখক-স্বামীকে গল্পটি দেখান। মেসো গল্প দেখে তপনকে ডেকে তার গল্পের প্রশংসা করেন এবং সামান্য কারেকশন করে দিলে তা ছাপার যোগ্য এ কথাও বলেন। মাসির অনুরোধে মেসো তপনকে কথা দেন 'সন্ধ্যাতারায়' তার গল্প ছাপিয়ে দেবেন। এ কথাটাই চায়ের টেবিলে উঠেছিল।

প্রশ্ন ৩.১১ *'তপনের হাত আছে। চোখও আছে'।*—এখানে *'হাত'* ও *'চোখ'* আছে বলতে কী বোঝানো হয়েছে? ৩

উত্তর তপনের গল্প শুনে আর সবাই হাসাহাসি করলেও নতুন মেসো তার প্রতিবাদ করে আলোচ্য উক্তিটি করেন। এখানে 'হাত' আছে বলতে বোঝানো হয়েছে যে তপনের লেখার ক্ষমতা আছে, বা ভাষার দখল আছে। আর 'চোখ' আছে কথার অর্থ হল তপন তার চারপাশের দুনিয়াটা ভালো করে পুঙ্খানুপুঙ্খ ভাবে দেখতে ও উপলব্ধি করতে পারে। তার গল্প লেখার বিষয় নির্বাচন থেকেই এ কথা স্পষ্ট হয়ে যায়।

প্রশ্ন ৩.১২ *'তপন কৃতার্থ হয়ে বসে বসে দিন গোনে।'*— তপন কৃতার্থ হয়েছিল কেন? ৩

উত্তর তপনের জীবনে প্রথম ও সদ্য লেখা গল্পটি তার মাসি, তপনের লেখক-মেসোকে দেখান ও গল্পটি ছাপিয়ে দেওয়ার কথা বলেন। এ কথা শুনে তপনের মেসো 'সন্ধ্যাতারা' পত্রিকায় গল্পটি ছাপিয়ে দেওয়ার অঙ্গীকার করে নিয়ে যান। এতে তপন কৃতার্থ হয়েছিল। সেইসঙ্গে রোমাঞ্চিত হয়ে সে দুরু দুরু বুকে গল্প প্রকাশের আশায় দিন গোনা শুরু করেছিল। বালক-হৃদয়ের উত্তেজনা বোঝাতেই এমন কথা বলা হয়েছে।

প্রশ্ন ৩.১৩ *'বিয়েবাড়িতেও যেটি মা না আনিয়ে ছাড়েননি।'*—কীসের কথা বলা হয়েছে? তা মা না আনিয়ে ছাড়েননি কেন? ১ + ২ = ৩

উত্তর আশাপূর্ণা দেবী রচিত 'জ্ঞানচক্ষু' গল্পে আলোচ্য উক্তিটিতে তপনের হোমটাস্কের খাতার কথা বলা হয়েছে, যা পরবর্তীতে তার গল্প লেখার খাতায় পরিণত হয়েছিল।

❑ লেখিকা আশাপূর্ণা দেবী সূক্ষ্ম আঁচড়ে মধ্যবিত্ত বাঙালি জীবনের স্বাভাবিক ছবিটিকে ফুটিয়ে তুলেছেন। বাঙালি মায়েদের সন্তানের পড়াশোনার প্রতি সাধারণত তীক্ষ্ণ নজর থাকে। তপনের মা-ও এর ব্যতিক্রম নন। বিয়েবাড়িতে আসার জন্য তপনের পড়াশোনার যে ক্ষতি হবে, তা কিছুটা অবসর সময়ে পুষিয়ে নিতে তিনি তার হোমটাস্কের খাতাটি সঙ্গে আনিয়েছিলেন।

প্রশ্ন ৩.১৪ তপনের প্রথম গল্প লেখার অভিজ্ঞতার বর্ণনা দাও। ৩

উত্তর ছোটোমেসোকে দেখার আগে তপন জানতই না যে সাধারণ মানুষের পক্ষেও গল্প লেখা সম্ভব। কিন্তু ছোটোমেসোকে দেখে অনুপ্রাণিত তপন একদিন দুপুরে সবাই যখন ঘুমের ঘোরে, তখন চুপিচুপি তিনতলার সিঁড়িতে উঠে যায়। তারপর একাসনে বসে হোমটাস্কের খাতায় লিখে ফেলে আস্ত একটা গল্প। লেখা শেষ হলে নিজের লেখা পড়ে নিজেরই গায়ে কাঁটা দেয় তপনের, মাথার চুল খাড়া হয়ে ওঠে। উত্তেজিত তপন ছুটে নীচে এসে তার লেখক হওয়ার খবরটা ছোটোমাসিকে দেয়।

প্রশ্ন ৩.১৫ *'জ্ঞানচক্ষু'* গল্পে তপনের সঙ্গে তার ছোটোমাসির সম্পর্ক কেমন ছিল লেখো। ৩

উত্তর তপনের ছোটোমাসি তপনের চেয়ে বছর আষ্টেকের বড়ো হলেও তিনি ছিলেন তপনের সমবয়সি বন্ধুর মতো। তাই মামার বাড়িতে এলে তপনের সব কিছুই ছিল ছোটোমাসির কাছে।

তাই তার প্রথম লেখা গল্পটা সে ছোটোমাসিকেই সবার আগে দেখায়। ছোটোমাসিও তাঁর স্নেহের বোনপোকে উৎসাহ জোগায় এবং তাঁর লেখক-স্বামীকে অনুরোধ করে তপনের লেখাটি ছাপিয়ে দিতে। আবার লেখা নিয়ে সে খুনসুটিও করে তপনের সঙ্গে। এসব থেকেই বোঝা যায় দুজনের মধ্যে একটা মধুর বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক ছিল।

প্রশ্ন ৩.১৬] *'আঃ ছোটমাসি, ভালো হবে না বলছি।'* —কার উক্তি? এই হুমকির কারণ কী? ১ + ২ = ৩

উত্তর/ উক্তিটি আশাপূর্ণা দেবী রচিত 'জ্ঞানচক্ষু' গল্পের কেন্দ্রীয় চরিত্র তপনের।

❑ লেখক-মেসোমশাইয়ের দৃষ্টান্তে উদ্বুদ্ধ তপন একটি গল্প লিখে তার ছোটোমাসিকে দেখায়। তিনি তপনের গল্পটি সবটা না পড়েই তার প্রশংসা করেন এবং তা কোথাও থেকে নকল করা কিনা, তা জিজ্ঞেস করেন। এ কথায় রেগে গিয়ে তপন প্রশ্নে উদ্ধৃত উক্তিটি করে।

প্রশ্ন ৩.১৭] *'যেন নেশায় পেয়েছে'।* — কাকে, কীসের নেশায় পেয়েছে বুঝিয়ে বলো। ৩

উত্তর/ আশাপূর্ণা দেবীর 'জ্ঞানচক্ষু' গল্পের কেন্দ্রীয় চরিত্র তপনকে গল্প লেখার নেশায় পেয়েছে। আগে তপন মনে করত গল্প লেখা ভারী কঠিন কাজ, সাধারণ মানুষের পক্ষে তা সম্ভব নয়। লেখকরা বুঝি ভিন্ন গোত্রের মানুষ! কিন্তু লেখক ছোটোমেসোকে দেখে অনুপ্রাণিত তপন সাহস করে লিখে ফেলে আস্ত গল্প। ছোটোমাসির হাত ঘুরে সেই গল্প ছোটোমেসোর হাতে পড়ে। তিনি তপনকে উৎসাহ দিতে গল্পটা পত্রিকায় ছাপিয়ে দেবেন বলে কথা দেন। উৎসাহিত তপন গল্প লেখার নেশায় মেতে ওঠে।

প্রশ্ন ৩.১৮] *'কিন্তু তাই কি সম্ভব?'* —কী সম্ভব নয় বলে বক্তার মনে হয়েছে? ৩

উত্তর/ আশাপূর্ণা দেবী রচিত 'জ্ঞানচক্ষু' গল্পে তপনের লেখক-মেসো তার সদ্য লেখা গল্পটি পড়ে মুগ্ধ হয়ে যান। তপনের মাসি গল্পটি ছাপিয়ে দেওয়ার অনুরোধ জানালে তিনি তাতে রাজি হয়ে গল্পটি নিজের সঙ্গে নিয়ে যান। অবশেষে একদিন সত্যিই তা ছাপা হলে, তপন বিস্মিত হয়ে প্রশ্নে উদ্ধৃত কথাটি ভাবে। এই ভাবনায় বালক তপনের কিশোর-হৃদয়ের অবিশ্বাস ও মুগ্ধতাবোধ প্রকাশ পায়।

প্রশ্ন ৩.১৯] *'ওর লেখক মেসো ছাপিয়ে দিয়েছে!'*—'ও' কে? লেখক-মেসোর কী ছাপিয়ে দেওয়ার কথা বলা হয়েছে? ১ + ২ = ৩

উত্তর/ 'ও' বলতে আলোচ্য অংশে গল্পকার আশাপূর্ণা দেবী রচিত 'জ্ঞানচক্ষু' গল্পের কেন্দ্রীয় চরিত্র বালক তপনের কথা বলা হয়েছে।

❑ তপনের লেখক-মেসো তাঁর পরিচয় ও প্রভাবকে কাজে লাগিয়ে, তপনের লেখা গল্প 'সন্ধ্যাতারা' পত্রিকায় ছাপিয়ে দিয়েছিলেন। এই সত্য জানার পর তপনের কোনো কোনো আত্মীয় তার কৃতিত্বকে খাটো করে দেখিয়ে প্রশ্নোদ্ধৃত মন্তব্যটি করেছিলেন।

প্রশ্ন ৩.২০] *'আমাদের থাকলে আমরাও চেষ্টা করে দেখতাম।'*—'আমাদের' বলতে কাদের কথা বলা হয়েছে? তাদের কোন্ চেষ্টার কথা বোঝানো হয়েছে? ১ + ২ = ৩

উত্তর/ আলোচ্য উদ্ধৃতিটি আশাপূর্ণা দেবী রচিত 'জ্ঞানচক্ষু' গল্প থেকে গৃহীত। উদ্ধৃতির বক্তা তপনের মেজোকাকু 'আমাদের' বলতে এখানে, নিজেকে এবং বাড়ির অন্য ব্যক্তিদেরকে বুঝিয়েছেন।

❑ লেখক মেসোর দৌলতে তপনের আনাড়ি হাতের লেখা গল্পও নামী পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। বালক তপনকে উৎসাহ দেওয়ার পরিবর্তে তার মেজোকাকু, উদ্ধৃত উক্তিটির দ্বারা সুযোগ পেলে যে তাঁরাও গল্প লিখতে পারতেন তাই বোঝাতে চেয়েছেন।

প্রশ্ন ৩.২১] *'আজ আর অন্য কথা নেই,'*—'আজ' দিনটির বিশেষত্ব কী? সেদিন আর অন্য কথা নেই কেন? ১ + ২ = ৩

উত্তর/ আশাপূর্ণা দেবী রচিত 'জ্ঞানচক্ষু' গল্পে 'আজ' বলতে সেই দিনটির কথা বোঝানো হয়েছে, যেদিন তপনের মাসি ও মেসো 'সন্ধ্যাতারা' পত্রিকার সেই সংস্করণটি নিয়ে এলেন, যাতে তপনের লেখা গল্প প্রকাশিত হয়েছিল।

❑ বালক তপনের লেখা গল্প যে সত্যি সত্যিই কোনো পত্রিকায় ছাপা হতে পারে, তা কেউই বিশ্বাস করেনি। কিন্তু যেদিন সত্যিই সেই অবিশ্বাস্য ঘটনাটি ঘটল, সেদিন সকলের মুখে মুখে বারবার এই ঘটনার কথাই আলোচিত হচ্ছিল।

প্রশ্ন ৩.২২] *'তারপর ধমক খায়,'*—তপনের ধমক খাওয়ার কারণ কী ছিল? ৩

উত্তর/ 'জ্ঞানচক্ষু' গল্পের নায়ক তপন পত্রিকায় প্রকাশিত নিজের লেখা গল্পটি সকলকে পড়ে শোনাতে উদ্যত হয়। কিন্তু পড়তে গিয়ে সে আশ্চর্যের সঙ্গে লক্ষ করে যে, তার লেখক মেসোমশাই তার গল্পটি সংশোধনের নামে প্রায় সম্পূর্ণ বদলে ফেলেছেন। এই ঘটনায় হতবাক তপনের অভিমানে গলা বুজে আসে। এদিকে গল্প পড়তে না শুরু করায় সকলে অধৈর্য হয়ে তাকে ধমক দিতে শুরু করে।

প্রশ্ন ৩.২৩] *'সন্ধ্যাতারা'* পত্রিকায় তপনের গল্প ছেপে বেরোয়। তবু তপনের এত দুঃখ হয়েছিল কেন? ৩

উত্তর/ তপন ভাবত লেখকরা কোনো স্বপ্নের জগতের মানুষ। কিন্তু লেখক-মেসোকে দেখে তার ভুল ভাঙে। উৎসাহিত তপন নিজেই লিখে ফেলে একটা গল্প। ছোটোমেসোর উদ্যোগে সামান্য কারেকশানের পর সেটা ছেপেও বেরোয় 'সন্ধ্যাতারা' পত্রিকায়। পত্রিকার সূচিপত্রে নিজের নাম ছাপার অক্ষরে দেখে আনন্দে আত্মহারা হয় তপন। কিন্তু গল্পটা পড়া শুরু করতেই সে বুঝতে পারে কারেকশানের নাম করে ছোটোমেসো তার গল্পটা আগাগোড়াই পালটে দিয়েছেন। নিজের লেখার পরিবর্তে একটা সম্পূর্ণ অচেনা লেখা দেখে তপনের আনন্দ মিলিয়ে যায়।

প্রশ্ন ৩.২৪] *'শুধু এই দুঃখের মুহূর্তে গভীর সংকল্প করে তপন,'*—দুঃখের মুহূর্তটি কী? তপন কী সংকল্প করেছিল? ১ + ২ = ৩

উত্তর 'জ্ঞানচক্ষু' গল্পের নায়ক তপনের জীবনের সবচেয়ে আনন্দের মুহূর্তটি একপলকে দুঃখের মুহূর্তে পর্যবসিত হয়। কারণ সে প্রকাশিত গল্পটি পড়তে গিয়ে টের পায়, লেখক-মেসো গল্পটিকে সংশোধনের নামে প্রায় সম্পূর্ণ বদলে ফেলেছেন। এ গল্পকে আর যাই হোক তার নিজের লেখা বলা যায় না।

❑ এই ঘটনায় তপন সংকল্প করেছিল যে, যদি কোনোদিন নিজের কোনো লেখা ছাপতে দেয়, তবে নিজে গিয়ে ছাপতে দেবে। ছাপা হোক বা না হোক অন্তত তাকে এ কথা শুনতে হবে না যে, কেউ তার লেখা প্রভাব খাটিয়ে ছাপিয়ে দিয়েছে।

প্রশ্ন ৩.২৫] *'তপনকে যেন আর কখনো শুনতে না হয়'*—কী না শোনার কথা বলা হয়েছে? ৩

উত্তর 'জ্ঞানচক্ষু' গল্পের নায়ক বালক তপন গল্প লেখায় যতই আনাড়ি হোক না কেন, সে মনেপ্রাণে একজন লেখক। তার লেখা গল্পের উপরে তার লেখক মেসোর সংশোধনের নামে খোলনলচে বদলে দেওয়া, তপনের কাছে অপমানজনক। এই ঘটনায় সে অভিমানে বাক্‌রুদ্ধ হয়ে যায়। আত্ম-অসম্মানে আহত তপন সংকল্প নেয় যে, পরবর্তীকালে লেখা ছাপাতে দিলে সে নিজে দেবে। তবু এ কথা তাকে শুনতে হবে না যে, অন্য কেউ তা ছাপিয়ে দিয়েছে।

প্রশ্ন ৩.২৬] *'তার চেয়ে দুঃখের কিছু নেই, তার থেকে অপমানের!'*—'তার চেয়ে' বলতে কী বোঝানো হয়েছে? ৩

উত্তর আশাপূর্ণা দেবী রচিত 'জ্ঞানচক্ষু' গল্পে আলোচ্য অংশে 'তার চেয়ে' বলতে তপনের নিজের লেখা গল্প লেখক-মেসোর হাতে পড়ে নির্বিচারে পরিবর্তিত হওয়ার কথা বলা হয়েছে। নিজের গল্প পড়তে বসে অন্যের লেখা পড়াটা তার কাছে, গভীর দুঃখের ও অপমানের বলে মনে হয়েছিল। এই আত্মসম্মানবোধ থেকেই তপনের অন্তর্মনে মৌলিকতার অনুপ্রেরণা জেগে ওঠে।